দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 28 2002

আন্তর্জাতিক মানের কম্পিউটার ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী কোর্স ঃ দেশে ও বিদেশে

সঠিক অবকাঠামো, মান সম্পন্ন কোর্স কারিকুলাম, দক্ষ প্রশিক্ষক ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সঠিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া। ভুইঁয়া কম্পিউটার্স নামটি স্মরণ করলেই আমাদের সামনে ভেসে উঠে দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত অন্যতম আই.টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলাদেশে আই.টি শিক্ষাকে যারা শিল্পে পরিনত করেছে ভুইঁয়া কম্পিউটার্স তাদের অন্যতম।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৩য় স্বর্ণ, রৌপ্য ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪ বছর মেয়াদী কম্পিউটার সায়েন্স.অনার্স কোর্সের ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীণ ৮ জনকে বৃত্তি, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৩"বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষায় সরকারি ও বেসরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট গুলোর মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য়, ৪র্থ ও ৭ম স্থান অধিকারীদের স্বর্ণ পদক এবং এন.সি.সি এডুকেশন ইউ.কে'র অধীনে ডিপ্লোমা ও এডভান্সড ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার স্টাডিজ কোর্সের ২ জনকে স্বর্ণ পদক এবং এন.সি.সি কোর্সের ৪টি সেশনের প্রত্যেকটিতে পৃথকভাবে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ জনকে রৌপ্য পদক দেয়া হয়।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এ.এন.এম. এহসানুল হক মিলন এই বৃত্তি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকগুলো প্রদান করেন।

ভুইঁয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী (বি.আই.টি.) ভুইঁয়া কম্পিউটার্সের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, সাফল্যের সাথে যুক্তরাজ্যের এন.সি.সি এডুকেশনের অধীনে একবছর মেয়াদী ডিপ্লোমা এবং দুই বছর মেয়াদী ইন্টারন্যাশনাল এডভান্সড ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার স্টাডিজ কোর্স করাচ্ছে। এই এন.সি.সি. ডিপ্লোমা/এডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করার পর আর মাত্র এক বছরের কোর্স করে লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির অধীনে বি.এস.সি. (অনার্স) কোর্সটি শেষ করা যায়। এই শেষের বছরটি দেশে অথবা লন্ডনে যেয়ে শিক্ষার্থী তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শেষ করতে পারেন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই তিনটি রিয়েল লাইফ সফটওয়্যার বা নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট শেষ করতে হয়। এন.সি.সি এবং লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যাবস্থায় ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের তত্ত্বধানে ফাইনাল পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নপত্র ও উত্তর পত্র এন.সি.সি এবং লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভাসিটি কর্তৃক ইংলেন্ডে প্রণীত ও মূল্যায়িত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের আরোও ৩৭টি দেশের প্রায় ৪০০টি সেন্টারে এন.সি.সি. তাদের কার্যক্রম অভ্যাহত রেখেছে।

এন.সি.সি. কোর্সের অন্যতম সুবিধা হলো বিদেশী বিশ্ববিদ্যলয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ক্রেডিট ট্রান্সফার করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছে। এছাড়াও ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের কোর্স সম্পন্ন করে দেশের ভিতরেই বড় বড় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরীরত আছেন। ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার স্ট্যাডিজ বা বি.এস.সি অনার্সের প্রথম বর্ষে ভর্তির নুন্যতম যোগ্যতা এইচ.এস.সি. অথবা ৪টি বিষয়ে 'ও' লেভেল (ইংরেজী সহ)। তাছাড়াও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পেশাজীবি, এ্যাপটেক, নীট অথবা কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ডিপ্লোমাধারীরাও সরাসরি ২য় বর্ষে এডভান্সড ডিপ্লোমাতে ভর্তি হতে পারবেন এবং পরবর্তীতে আর মাত্র এক বছর পড়াশুনা করে অনার্স ডিগ্রী অর্জন করতে পারেন। বয়সের কোন সীমাব্ধতা নেই, নেই কোন সেশন জট। শিক্ষার্থীদের সকল পাঠ্য বই এবং শিক্ষকদের জন্য গাইড এন.সি.সি থেকে পাঠানো হয়। যেহেতু এটি একটি আন্তজার্তিক কোর্স তাই কোর্সের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ইংরেজী ও কম্পিউটার কোর্স করানো হয়। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া হয়। মেধাবী এবং গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের রয়েছে স্কলারশীপের সুবিধা। প্রথম বর্ষের জন্য এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি. উভয়টিতে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক ৫০০০/- টাকা বৃত্তি দেওয়া হয় এবং ২য় বর্ষের জন্য প্রথম বর্ষে ভালো ফলাফল করলে একই হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এন.সি.সি. কোর্সের পাশাপাশি 'এ' এবং 'ও' লেভেলের কম্পিউটিং, ইংলিশ, ম্যাথেমিটিক্স, কমার্স, একাউন্টিং কোর্স পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও সম্প্রতি ৫ হতে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য বৃটিশ কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত কম্পিউটার কোর্স শুরু হয়েছে। ঢাকা শহরের প্রতিটি স্কুলের যে সকল ছেলে মেয়েরা ক্লাসে প্রথম তাদের জন্য এই কোর্সটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে করানো হয়।

বর্তমানে সেপ্টেম্বর সেশনে ভর্তি চলছে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ বাড়ি # ২৪, সড়ক # ২৭, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, (স্টপ এন শপের বিপরীতে) ফোনঃ ৯১১৭৫০৭,৯১৩৪২৬৪, ০১৭৩৫০৭৪০

বিজ্ঞাপন